Cosmo School

Class: চতুর্থ শ্রেণি
Subject: বাংলা ১ম

Prepared by: আফরোজা তাসনিম (নিপা)
Topic: বাওয়ালিদের গল্প

লেকচার -২(১৩.৬.২০)

বাওয়ালি:

সরকারের অনুমতি নিয়ে সুন্দরবন থেকে যারা গোলপাতা সংগ্রহ করেন তাদেরকে বাওয়ালি বলা হয় । বাওয়ালিরা সংগ্রহ করা গোলপাতা বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করেন । বাওয়ালিরা শুকনো মৌসুম অর্থাৎ অক্টোবর-ফেব্রুয়ারি মাসে গোলপাতা সংগ্রহ করেন ।

আবাসস্থল:

বাওয়ালিরা আর মৌয়ালরা পরিবার সহ সুন্দরবন থেকে অনেক দূরের গ্রামে থাকেন । যখন তারা পাতা সংগ্রহ করতে আসেন তখন প্রতিদিন বাড়ি ফেরা সম্ভব হয় না ।

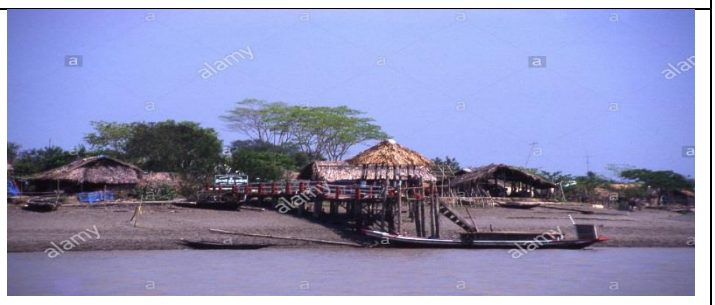

রাত্রীযাপন: বাওয়ালিদের কাজ খুব কষ্টের হয় । যখন তারা পাতা সংগ্রহ করতে আসেন তখন রাতের বেলা *হিংস্র (প্রাণহারক)* জন্তুরা তাদের আক্রমণ করতে পারে তাই তারা কখনও কখনও নদীর মাঝখানে নৌকার মধ্যে রাত কাটান আবার কখনও টং ঘরে থাকেন । এজন্য বাওয়ালিদের কাজ খুব বিপজ্জনক ।

টং ঘর: বাওয়ালিরা রাতের বেলা হিংস্র জন্তুদের হাত থেকে বাঁচার জন্য কখনও কখনও বনের ধার ঘেঁষে ৫-৬ ফুট উঁচুতে গাছের মধ্যে কাঠ বা বাঁশের মঞ্চ তৈরি করে তার উপর ঘর বাঁধে । এই ঘরকেই টং ঘর বলা হয় ।

গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ:

**কাজ করার সময় বাওয়ালিদের জন্য সবচেয়ে মূল্যবান জিনিস হলো পানি । কেননা সুন্দরবনের মধ্য দিয়ে বয়ে চলা নদীর পানি *লবণাক্ত (লবন মেশানো)* হওয়ায় সেই পানি খাওয়া সম্ভব নয় । তাই বাওয়ালিদের সাথে খাবার পানির ছোট ছোট পাত্র রাখতে হয় । এবং সেই পানি তারা খুব সাবধানে ব্যবহার করেন । একটুও অপচয় করেন না । কারণ পানি শেষ হলে সুন্দরবনে মানুষের খাওয়ার মত কোন বিশুদ্ধ পানি সহজেই পাওয়া যায় না ।

খাবার খাওয়া ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে কিন্তু খাবার পানি ছাড়া বেশিক্ষণ বাঁচা সম্ভব নয় ।

তাই সুন্দরবনে কাজ করার সময় বাওয়ালিদের কাছে খাবার চেয়ে খাবার পানির মূল্য সবচেয়ে বেশি ।